নগর টাইমস

সংবাদে স্বচ্ছতা

Monday, September 14, 2026

https://www.nagartimes.com

জাতীয় FEATURED

স্বাধীনতা আন্দোলনের চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক নতুন ইতিহাস তৈরির চেষ্টা গ্রহণযোগ্য নয়: তানজীমউদ্দিন

[illegible]

By **নিজস্ব প্রতিবেদক** | September 14, 2026 at 9:01 AM | 19 views

[illegible]

স্বাধীনতা আন্দোলনের চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক নতুন ইতিহাস তৈরির চেষ্টা গ্রহণযোগ্য নয়: তানজীমউদ্দিন

[illegible] — সংগৃহীত

স্বাধীনতা আন্দোলনের চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক নতুন ইতিহাস তৈরির চেষ্টা গ্রহণযোগ্য নয়: তানজীমউদ্দিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) সংগ্রহশালা সংস্কারের নামে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ চেতনার ও স্মারক সরিয়ে নতুন ইতিহাস তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক তানজীমউদ্দিন খান।

সোমবার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাতে প্রথম আলোর নিয়মিত অনুষ্ঠান ‘বাক্যতাকক্ষে’ অংশ নিয়ে তিনি বলেন, দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস উপস্থাপনের এমন উদ্যোগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কেন এবং কোন নীতিমালার ভিত্তিতে সংগ্রহশালার এসব পরিবর্তন করা হয়েছে, তার ব্যাখ্যাও দাবি করেন তিনি।

অধ্যাপক তানজীমউদ্দিনের ভাষ্য অনুযায়ী, ডাকসু সংগ্রহশালায় স্বাধীনতাসংগ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকার কোনো ছবি রাখা হয়নি। সেখানে পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং তৎকালীন ছাত্রসংঘের

নতো আবদুল মালকেরে ছবি প্রদর্শন করা হয়ছে।

এ ছাড়া ১৯৪৭ থকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত আন্দোলনরে বভিন্নি পর্যায়, ১৯৬৬ ও ১৯৬৯ সালরে আন্দোলন, ১৯৭১ সালরে ১৪ ডসিম্বেররে বুদ্ধজিীবী হত্যাকাণ্ড এবং রাজাকারদরে তালকিার মতো বষিয়গুলো সংগ্রহশালা থকে সরয়িে দওেয়া হয়ছে বলওে তনিি উল্লখে করনে।

সংস্কার শষে রোববার ডাকসু সংগ্রহশালা চালু হওয়ার পর সখোনে জন্নিাহর ছবি প্রদর্শনরে বষিয়টি প্রকাশ্যে আস। এরপর বভিন্নি ছাত্রসংগঠন ও শক্ষিার্থীদরে মধ্যে এ নয়িে সমালোচনা শুরু হয়।

সোমবার দুপুরে আবু তয়বে হাবলিদার নামরে এক শক্ষিার্থী ডাকসু সংগ্রহশালায় গয়িে জন্নিাহর তনিটি ছবি ছঁড়িে প্রতবিাদ জানান। পরে জন্নিাহর ছবরি জায়গায় ১৯৮১ সালে বায়তুল মোকাররমে গোলাম আযমকে জুতাপটো করার একটি ছবি লাগান বাংলাদশে ছাত্র ফডোরশেনরে নতো-কর্মীরা।

এ ঘটনায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, বাংলাদশে ছাত্র ইউনয়িনসহ বভিন্নি ছাত্রসংগঠন প্রতবিাদ জানয়িছে। সামাজকি যোগাযোগমাধ্যমওে অনকে শক্ষিার্থী ক্ষোভ প্রকাশ করছেনে।

এর মধ্যে ঢাকা বশ্বিবদ্যিালয়রে এক সংবাদ বজ্ঞিপ্তততিে বলা হয়, ডাকসু সংগ্রহশালায় জন্নিাহ ও আবদুল মালকেরে ছবি প্রদর্শন ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদশেরে স্বাধীনতার ইতহিাসরে সঙ্গে সাংঘর্ষকি। বশ্বিবদ্যিালয়রে সংগ্রহশালায় এমন ছবি প্রদর্শন কোনোভাবইে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রচলতি বধিবিধিান অনুযায়ী সংশ্লষ্টি ব্যক্তদিরে বরিুদ্ধে প্রশাসনকি ব্যবস্থা নওেয়ার কথাও জানানো হয়।

বশ্বিবদ্যিালয়রে ওই বজ্ঞিপ্তরি প্রসঙ্গে অধ্যাপক তানজীমউদ্দনি বলনে, বজ্ঞিপ্তি থকে বোঝা যাচ্ছ, এসব কর্মকাণ্ডে বশ্বিবদ্যিালয় প্রশাসনরে অনুমোদন ছলি না। তাঁর মত, ডাকসু বশ্বিবদ্যিালয়রেই একটি অংশ এবং শক্ষিার্থীদরে পক্ষে প্রশাসনকে সহায়তা করার কথা। প্রশাসনরে বকিল্প হসিবে কাজ করা ডাকসুর দায়ত্বি নয়।

তনিি আরও বলনে, ডাকসু সংগ্রহশালা বশ্বিবদ্যিালয়রে সম্পদ। এর মালকিানা ডাকসুর নয়, বশ্বিবদ্যিালয় প্রশাসনরে। তাই এ ধরনরে বষিয়ে সদ্ধিান্ত নওেয়ার এখতয়িার বশ্বিবদ্যিালয় প্রশাসন ও সন্ডিকিটেরে।

‘শক্ষিকদরে মূল্যায়ন ডাকসুর এখতয়িারবহর্ভিূত’

অনুষ্ঠানে ‘শক্ষিক মূল্যায়ন ও জন্নিাহর ছবি বতির্কে ডাকসু’ বষিয়ওে কথা বলনে অধ্যাপক তানজীমউদ্দনি খান।

ডাকসুর উদ্যোগে শক্ষিকদরে মূল্যায়ন ও রটেংি দওেয়ার ব্যবস্থা চালু করাকে তনিি এখতয়িারবহর্ভিূত এবং ‘প্যারালাল প্রশাসন তরৈরি চষ্টো’ বলে উল্লখে করনে। তাঁর মত, শক্ষিক মূল্যায়নরে ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন হলওে সটেি বশ্বিবদ্যিালয় প্রশাসনরে কাঠামোর মধ্যইে হওয়া উচতি।

অধ্যাপক তানজীমউদ্দনি বলনে, শক্ষিার্থীদরে মাধ্যমে শক্ষিকদরে মূল্যায়নরে ব্যবস্থা বশ্বিরে বভিন্নি বশ্বিবদ্যিালয়ে রয়ছে, যা সাধারণত ‘স্টুডন্টেস ফডিব্যাক’ হসিবে পরচিতি। শক্ষিকদরে পশোগত উৎকর্ষ নশ্চিতি করতে এ ধরনরে ব্যবস্থা প্রয়োজন। তবে শক্ষিকদরে পদোন্নতরি ক্ষত্রেে বশ্বিবদ্যিালয়রে নীতমিালার সঙ্গে শক্ষিার্থীদরে ফডিব্যাক যুক্ত করা উচতি।

তনিি বলনে, শুধু চাকররি ময়োদ, প্রকাশনার সংখ্যা, পএিইচডি বা অন্যান্য ডগ্রিরি ভত্তিতিে একজন শক্ষিক তাঁর পশোগত দায়ত্বি কতটা ভালোভাবে পালন করছনে, তা পুরোপুরি বোঝা যায় না। অনকে শক্ষিক ভালো গবষেক হলওে পাঠদানরে ক্ষত্রেে দুর্বল হতে পারনে। আবার গবষেণা ও পাঠদান—দুই ক্ষত্রেইে ভালো করা শক্ষিকদরে যথাযথভাবে মূল্যায়নরে ব্যবস্থাও প্রয়োজন।

ঢাকা বশ্বিবদ্যিালয়ে ২০২২ সাল থকেে শক্ষিক মূল্যায়নরে একটি ব্যবস্থা চালুর চষ্টো চলছে জানয়িে তনিি বলনে, কছিু বভিাগে এটি চালুও হয়ছে। আইবএি ও আন্তর্জাতকি সম্পর্ক বভিাগসহ কয়কেটি বভিাগে এ ধরনরে ব্যবস্থা রয়ছে। বশ্বিবদ্যিালয় প্রশাসনও এ বষিয়ে কাজ করছে, তবে এখনো তা পুরোপুরি বাস্তবায়তি হয়নি।

ডাকসুর উদ্যোগরে বষিয়ে অধ্যাপক তানজীমউদ্দনি বলনে, ডাকসুর নর্দিষ্টি গঠনকাঠামো ও কর্মকাণ্ডরে পরধিি রয়ছে। শক্ষিকদরে মূল্যায়ন করা সইে এখতয়িাররে মধ্যে পড়ে কি না, সটেইি প্রথম প্রশ্ন। তাঁর মত, ডাকসু প্রশাসন নয়। তাই প্রশাসনরে কাজ ডাকসু করতে গলেে ‘প্যারালাল প্রশাসন’ তরৈি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

তনিি আরও বলনে, ডাকসু নর্বিাচতি প্রতষ্ঠিান হলওে এটি রাজনতৈকিভাবে সম্পূর্ণ নরিপক্ষে প্রতষ্ঠিান নয়। ডাকসুর সদস্যদরে মতাদর্শগত অবস্থান রয়ছে, যার প্রতফিলন তাঁদরে কর্মকাণ্ডে পড়তে পার। শক্ষিকদরে মধ্যওে মতাদর্শগত ভন্নিতা থাকায় ডাকসুর মাধ্যমে শক্ষিক মূল্যায়নে পক্ষপাতরে আশঙ্কা রয়ছে।

শক্ষিকদরে নম্বর শক্ষিার্থীদরে দখোর সুযোগ তরৈি হওয়া এবং পরে তা সামাজকি যোগাযোগমাধ্যমে ছড়য়িে পড়াকে ‘প্রাইভসেরি লঙ্ঘন’ বলওে মন্তব্য করনে তনিি। এর ফলে শক্ষিক-শক্ষিার্থীর সম্পর্ক জটলি হতে পারে এবং শ্রণেকিক্ষে শক্ষিকরা অস্বস্তিতিে পড়তে পারনে বলে মনে করনে তনিি।

ডাকসু নর্বিাচন নয়িমতি হওয়া উচতি কি না—এমন প্রশ্নরে জবাবে অধ্যাপক তানজীমউদ্দনি বলনে, ডাকসু নতেৃত্ব তরৈরি এবং ভবষ্যিৎ নতেৃত্ব গড়ে তোলার একটি প্ল্যাটফর্ম। তবে ডাকসু যদি রাজনতৈকি সংস্কৃতিতে ইতবিাচক পরবির্তন আনতে না পার, তাহলে তা জাতীয় রাজনীতরি জন্য বপিজ্জনক হতে পার।

TAGS: তানজীমউদ্দনি খান | ডাকসু | ঢাকা বশ্বিবদ্যিালয় | ডাকসু সংগ্রহশালা | জন্নিাহ | বঙ্গবন্ধু | স্বাধীনতা আন্দোলন | মুক্তযিুদ্ধ | শক্ষিক মূল্যায়ন | ছাত্র রাজনীতি

https://www.nagartimes.com/news/swadheenta-andolner-critr-sriye-ntun-itihas-toirir-ceshta-grhnzogz-ny-tanjeemuddin

© 2026 নগর টাইমস

Generated on November 15, 2026 at 10:15 PM

All rights reserved.

Computer-generated PDF · নগর টাইমস